শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত

তিরোভাব খণ্ড

তিরোভাব ও মিলন

নরদেহ আবরণে হরিচাঁদ বিভু।
পুত্র রূপে গুরুচাঁদ আপনি স্বয়ম্ভু।।
আত্মদরশন করি প্রভু হরিচাঁদ।
আপনা বিলাতে কাটে সংসারের ফাঁদ।।
পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
গৃহী থেকে পারি কই ভাবিলেন চিতে।।
পবিত্র চরিত্র হবে গৃহস্থের মূল।
মূল-ভিত্তি স্থূল হলে সব অনুকূল।।
কৃষি বাণিজ্যাদি বটে শিখা'ল স্বহস্তে।
একদেহে গুরুভার শিখানো গৃহস্থে।।
কা'কে ভার দিব প্রভু ভাবে মনে মন।
চেয়ে দেখে সঙ্গে এল কোন্ কোন্ জন।।
রুদ্রশক্তি হীরামনে দেখিবারে পায়।
বৃহস্পতি শক্তি নিয়ে এল মৃত্যুঞ্জয়।
শিবশক্তি শ্রীগোলোক নারিকেল বাড়ী।
কৃষ্ণশক্তি শ্রীলোচন ঘুরে বাড়ী বাড়ী।।
প্রহ্লাদ-আহ্লাদ নিয়ে দশরথ হয়।
বিশ্বনাথ, ব্রজ, নাটু রাখাল নিচয়।।
'অংশ অবতার' যত পূর্ব্বেতে আইল।
'আমি পূর্ণ' জানি তারা সকলে জুটিল।।
'মম শক্তি' বহিবারে এরা নহে যোগ্য।
'ভাবনা অতীত' আমি নাহি দৃশ্য, ভোগ্য।।
'খণ্ড অবতারে' যে'বা এল ধরা'পরে।
'আপনা রাখিতে পূর্ণ' ভজিল আমারে।।
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ আদি অথবা গৌরাঙ্গ।
আমাকে সাধনা করে পেতে মম সঙ্গ।।
'পূর্ণ আমি' সর্ব্বময় 'অপূর্ণের পিতা'।
'সাধনা' আমরা কন্যা 'আমি জন্মদাতা'।।
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি বলে রাম পূজে দুর্গা।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেম দিল রাধিকা বিসর্গা।।
বুদ্ধের তপস্যা লাগে "বুদ্ধ" সাজিবারে।
বিনা সাধনায় এরা কিছু নাহি পারে।।
আমি হরিচাঁদ এবে "পূর্ণ অবতার"।
অজর, অমর, আমি "ক্ষীরোদ-ঈশ্বর"।।
"মম শক্তি ধরিবারে কারো সাধ্য নাই।
ধরিলে ধরিলে পারে মহাদেব সাঁই।।
ধরিয়া অনন্ত কাল ক্ষীরোদ সাগরে।
মুনিরূপে ধ্যান করে পাইতে আমারে।।
অংশ অবতার মোর যত বার হয়।
কোন বারে মহাদেব আসে না ধরায়।।
ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ অবতার যবে হবে।
আসিয়া আমার খেলা আনন্দে খেলিবে।।
এত 'ভাবি' হরিচাঁদ শঙ্করে স্মরিল।।
করজোড়ে মহাকাল সম্মুখে দাঁড়া'ল।।
হরিচাঁদ বলে "দেব-দেব মহাদেব।
মম ইচ্ছা গৃহধর্মী জীবকে তরা'ব।।
চিত্তশুদ্ধি একাগ্রতা বীর্যবর্ত্তা লাগি।
সংসারী সাজিয়া আমি সাজিব বিরাগী।।
আদর্শ গৃহীসাজে তোমাকে সাজা'ব।
মম কার্য্য শেষ করি তোমাতে মিশিব।।
আমা-তোমা দুই শক্তি একত্র হইবে।
পাপীতাপী যোগী-ন্যাসী সবে ছায়া পাবে।।
মহাদেব বলে "নাথ! যে আজ্ঞা তোমার।
মনের বাসনা আমি পুরা'ব এবার।।
পুত্র রূপে তব ঘরে নরদেহ ল'ব।
শান্তিমাতা বক্ষ সুধা পিয়ে ধন্য হ'ব।।